106

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 08 MAY 1997 ...
পৃষ্ঠা ... 9 ... কলাম ... 2 .....

আজ এইচএসসি পরীক্ষা শুরু

আজ থেকে দেশের ৫টি বোর্ডের অধীনে এইচএসসি পরীক্ষা শুরু হচ্ছে। একই সাথে শুরু হচ্ছে। একই সাথে শুরু হচ্ছে মাদ্রাসা বোর্ডের অধীনে আলিম, ফাজিল ও কামিল পরীক্ষাও। গত এসএসসি পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁসের মত অবাঞ্ছিত ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে না ঘটে এবং সুষ্ঠুভাবে যাতে পরীক্ষা গ্রহণ করা যায়, সে জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ইতোমধ্যে প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন বলে প্রকাশিত খবরে উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, পরীক্ষা চলাকালে প্রত্যেক পরীক্ষা কেন্দ্রের ২শ' গজের মধ্যে ১৪৪ ধারা জারি করা থাকবে। এ ধারা মতে ৪ জনের অধিক লোক একত্রে জড়ো হতে পারবে না। একই সাথে ট্রেজারী অফিস ও ডিসি কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের এ ব্যাপারে শিক্ষা বোর্ডসমূহ সতর্ক করে দিয়েছে যে, নির্ধারিত দিনের পূর্বে যাতে প্রশ্নপত্র বিতরণ করা না হয়। এছাড়া, কোনো প্রকার অবহেলার প্রমাণ পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্তদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের কথাও বলা হয়েছে। গোলযোগ বা নকলের অভিযোগ পাওয়া গেলে প্রয়োজনে পরীক্ষা কেন্দ্র বাতিলের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, পরীক্ষা কেন্দ্রের নিরাপত্তা ও শান্তি-শৃংখলা রক্ষার জন্য পুলিশের পাশাপাশি প্রয়োজনে বিডিআরও মোতায়েন করা যাবে।

পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়া এবং পরীক্ষা কেন্দ্রে নকলসহ নানা গোলযোগ ও বিশৃংখলা সৃষ্টির প্রবণতা যে কোনো পরীক্ষাকে অকার্যকর করে তোলার জন্য যথেষ্ট। দেশে অধিকাংশ সময়ে পরীক্ষাকালে নানাভাবে গোলযোগ, বিশৃংখলা সৃষ্টি হওয়া এবং পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যাওয়া অনেকটা নিয়মিত প্রবণতায় পরিণত হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে, আরো একটি বিষয়ের কথা উল্লেখ করতে হয়। গত ক'বছর ধরে পরীক্ষার খাতা দেখাসহ পরীক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন কাজে কম্পিউটার ব্যবহার শুরু হওয়ার পর বেশ কিছু বিভ্রান্তি প্রবণতাও লক্ষ্য করা যাচ্ছে। পরীক্ষাকার্যে কম্পিউটার ব্যবহার নিঃসন্দেহে দেশের পরীক্ষা প্রক্রিয়ার আধুনিকায়ন হিসেবে গণ্য হবে। তবে, প্রবেশপত্র থেকে শুরু করে পরীক্ষার উত্তরপত্র বিবেচনা পর্যন্ত প্রায় সকল ক্ষেত্রে কম্পিউটার যে তেলেসমাতি কাণ্ড মাঝে মধ্যেই ঘটিয়ে চলেছে তা সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীদের জীবনে বিরূপ পরিণতি ডেকে আনছে। কম্পিউটার যে ভুল করে, ভুল করতে পারে এবং তা যে অনেক সময় পরীক্ষার ফলাফলও উল্টে দিতে পারে—এ বিষয়টি ইতোমধ্যে বারবার প্রমাণিত হয়েছে। কম্পিউটার প্রযুক্তি ব্যবহার করার জন্য যে সুষ্ঠু প্রস্তুতি সম্পন্ন করা আবশ্যক তা বিশদ বলার অপেক্ষা রাখে না। এই প্রস্তুতি যেখানে নেই, সেখানে কম্পিউটার অনাকাংক্ষিত বিভ্রান্তি সৃষ্টি করলে তাকে অস্বাভাবিক বলা যাবে না। কাজেই, কম্পিউটার প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পূর্ব প্রস্তুতি সুষ্ঠুভাবে গ্রহণ এবং যোগ্য ও দক্ষ কর্মী নিয়োগের কোনো বিকল্প নেই। প্রকাশিত খবরাদি থেকে জানা যায়, এবারও বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক সরবরাহকৃত প্রবেশপত্রে বেশ কিছু ভুল থাকায় পরীক্ষার্থীরা হয়রানির সম্মুখীন হয়েছে। তিনটি কলেজে বেশ কিছু 'ভৌতিক' প্রবেশপত্র সরবরাহের খবরও প্রকাশিত হয়েছে এবং কম্পিউটার ত্রুটির কারণেই তা ঘটেছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে বোঝা যাচ্ছে, কম্পিউটারজনিত ত্রুটি থেকে এখনও পরীক্ষা সংক্রান্ত বিষয়াদিকে মুক্ত করা সম্ভব হয়নি। আরেক খবরে বলা হয়েছে যে, ঢাকা বোর্ডের এইচএসসি পরীক্ষার নতুন কেন্দ্র স্থাপন নিয়েও ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া গেছে। অতীতেও দেখা গেছে কোনো কোনো কেন্দ্রে নির্বিবাদে নকল ও বিশৃংখলা সৃষ্টি হয়েছে।

যাহোক, প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা যাতে আর না ঘটে এবং পরীক্ষা কেন্দ্রের ভেতর-বাইরে বিশৃংখলা সৃষ্টি না হয় সে জন্য বেশ কিছু আগাম ব্যবস্থা গ্রহণের কথা প্রকাশিত খবরে জানা গেছে। এর পাশাপাশি পরীক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন কাজকর্মে কম্পিউটারজনিত যেসব বিভ্রান্তি এখনও রয়ে গেছে বলে খবরাখবরে উল্লেখিত হয়েছে—তার প্রতি সংশ্লিষ্ট বোর্ড কর্তৃপক্ষের বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে বলে আমরা মনে করি। কেননা, যথাযথভাবে পরীক্ষা গৃহীত হওয়ার পরও উত্তরপত্র নিরীক্ষণসহ পরীক্ষার ফলাফল নির্ধারণের বিভিন্ন পর্যায়ে যদি ভুল ত্রুটি থেকে যায়; তাহলে পূর্বাহ্নে গৃহীত সকল উদ্যোগ-আয়োজন অর্থহীন হয়ে পড়তে বাধ্য। কাজেই, আমরা মনে করি এই বিষয়টির প্রতি অর্থাৎ পরীক্ষা গ্রহণের পাশাপাশি উত্তরপত্র নিরীক্ষণ ও ফলাফল তৈরীর ব্যাপারেও বোর্ড কর্তৃপক্ষকে আগাম সতর্কতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।